জার্মান অর্থনীতি ও লন্ডন ট্র্যাজেডি।

কর্পোরেট মিডিয়া উন্নত বিশ্বের কর্পোরেট পুজির অংশ। টাইমস পত্রিকা মার্কিন কর্পোরেট পুজির মুখপাত্র। পত্রিকাটির মূখ্য উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অসারতা প্রচার, সাম্রাজ্যবাদী পুজির গুণ কীর্তনের লক্ষ্যে প্রোপাগান্ডা এবং উক্ত পুজির আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে মার্কিন কর্পোরেট পুজির পক্ষে যুক্তি উপস্থান করতঃ তার বিপক্ষে অবস্থানকারী, অর্থ্যাৎ জার্মান ও ফ্রান্স পুজির সমালোচনা করা।

সামগ্রিক ভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুজি সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। কোন দেশ বা তার পুজির গতিশীলতা বা উন্নতি নির্ভর করে তার কৃষি ও ইন্ডাষ্ট্রিতে উৎপন্ন পণ্যের বাজার চাহিদার উপর। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন পণ্য নিজ দেশসহ উন্নয়ণশীল দেশের বাজার হারাচ্ছে। বিবিসির খরব অনুযায়ী ইউরোপের বাজারে প্রেরণের জন্য প্রায় ৫০ হাজার চাইনিজ গাড়ী চীনের বন্দরে অপেক্ষা করছে এবং মার্কিন গাড়ী কোম্পানীগুলি চীনের গাড়ী ইন্ডাষ্ট্রিতে বিনিয়োগের জন্য চীন সরকারের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে, অর্থ্যাৎ ইউরো ও ডলার চীনা মুদ্রার অধীনতা মেনে নিয়ে চীনে ধাবমান।

দেশীয় জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার উপর সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতির সুস্থতা নির্ভরশীল। জনগণের আয়ে থাকলে ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনীতি সচল হয়। তিরিশ ও চল্লিশ দশক থেকে বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী অর্থনীতির অসুস্থতা আরম্ভ হয়। এই সকল দেশের বেকার জনসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী কমিউনিষ্ট জুজুর ভয়ে ছিল সংকিত এবং তদীয় কলোনী ছিল ক্ষিপ্ত, তাই দেশীয় অর্থনীতি সচল রাখতে ঐ সকল দেশ ওয়েল ফেয়ার ভাতার প্রচলন এবং পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে যুদ্ধ করে অর্থনীতি সচল করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এশিয়া ও আফ্রিকার কলোনীগুলি স্বাধীন হয়ে যায়, ফলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সংকুচিত হোতে থাকে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মান অর্থনীতির সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে মার্কিন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন এবং যুদ্ধ শেষে ক্ষতিপুরণ প্রদানের লক্ষ্যে জার্মান ব্যাংক কর্তৃক মার্কিন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনের ফলশ্রুতিতে ইউরোপের মুদ্রা ডলারের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে এবং কলোনীর বাজার সমূহ মার্কিন দখলে চলে যায়। ফলে ব্রটেন, ফ্রান্স ও জার্মান অর্থনীতির সংকট আরো বৃদ্ধি পায়। তাই ওয়েল ফেয়ার ভাতা হ্রাস করলে সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা কমে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরবে। এমতাবস্থায় অর্থনীতির বেসিক সূত্র সমূহ সংক্রান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিই কেবল ওয়েল ফেয়ার ভাতা হ্রাসের চিন্তা করতে পারেন।

মার্কিন কৃষকেরা মিলিনিয়র। বেআইনী ভাবে অনুপ্রবেশকারী মেক্সিকানরা মার্কিন সরকার কর্তৃক ধার্য্যকৃত সর্ব নিম্ন ৫ ডলারের চেয়ে কম রেটে কৃষি খাতে কাজ করে। তারপরেও মার্কিন কৃষি খাতকে ভর্তুকী দিয়ে সচল রাখতে হয়ে। ফলে যে কোন মূহুর্তে খাতটির অপমৃত্যু ঘটতে পারে। কর্পোরেট পুজিপতি গ্রসারী ব্যবসায়ী ওয়াল মার্ট নিম্ন রেটে কাজ করতে ইচ্ছুক বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়োগ দিয়ে কর ফাকি দিয়ে মার্কিন অর্থনীতি ঝাঁজরা করছে। বর্তমানে একমাত্র ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রির উপর মার্কিন অর্থনীতি সচল আছে। তাই নিজ অর্থনীতি সচল রাখার জন্য মার্কিনীদের আবার যুদ্ধের প্রয়োজন।

পরাজিত জার্মনীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রিকে সতেজে বেড়ে ওঠতে দেয়া হয়নি। ফলে জার্মন অর্থনীতি মার্কিনীদের মত ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি নির্ভর নয়। ফ্রান্সের ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি কোন

কালেই সতেজ ছিল না। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বিনা বাধায় ফ্রান্স দখল করলে জেনারেল ডিগলকে পালিয়ে বৃটেনে আশ্রয় নিতে হয়। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছে বৃটিশ। তাই বৃটিশ ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি খুবই চাঙ্গা। ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি ছাড়া মার্কিনীদের মত বৃটিশ অর্থনীতির অন্যান্য খাত ক্ষয়িষ্ণু।

ইরাকের হাইড্রো-কার্বন খাতে জার্মান ও ফ্রান্সের প্রত্যেকের কয়েক শত বিলিয়ন ইউরোর বিনিয়োগ ছিল। তাই দেশ দু'টি ইরাক যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ছিল এবং ইরাকে WMD খোঁজার জন্য জাতিসংঘের পরিদর্শকদেরকে আরো সময় দেয়ার পক্ষে ছিল। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অর্থনীতির একমাত্র ভরসা ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি সচল রাখার জন্য ইরাকে যুদ্ধ বাধানো তাদের প্রয়োজন ছিল। WMD খোঁজার তাদের দরকার ছিল না। তাই জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করতঃ ইরাকে আগ্রাসন চালায়। ইরানের এটোমিক রিয়াক্টর প্রযুক্তিতে জার্মান ও ফ্রান্সের বিনিয়োগ বিদ্যমান। ভারত ও চীন ইরানের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহকারী দেশ। চীন, ভারত ও রাশিয়া ইরানের হাইড্রো-কার্বন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগকারী দেশ। ফলে ইরাকের মত ইরান আক্রমন অতটা সহজ নয়। ভারত ও চীনের ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রি যে ভাবে আগাচ্ছে, তাতে অচিরেই অন্যান্য ইন্ডাষ্ট্রির মত মার্কিন ও বৃটিশ ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রির ছন্দ পতন ঘটতে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে একটি শিশুর শরীরের ও বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত। একটি সংশ্রয় (System) বা যন্ত্রেরও লাইফ টাইম আছে। অনুরূপ ভাবে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত কোন একটি অর্থনৈতিক সংশ্রয় (Economic System) এর বৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং সচল রাখা সম্ভব হয়। সময় উত্তীর্ণের পর উক্ত অর্থনৈতিক সংশ্রয়ের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপিয়ান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুজি এখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। কোন প্রকার কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে তাকে বাচানো সম্ভব নয়। মার্কিন কর্পোরেট পুজি বড় তাই সহ্য শক্তি বেশী। জার্মান কর্পোরেট পুজি ছোট তাই চাপ সহ্য ক্ষমতা কম। তাই তার সংকট বড় মনে হয়।

চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে মেকি সোনাকে আহাম্মক আসল সোনা মনে করে। অনুরূপ ভাবে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের পন্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণা লব্দ প্রবন্ধের পরিবর্তে জনাব কুদ্দুস খান পুজিবাদী প্রোপাগান্ডা লিফলেট পত্রিকা টাইমসের প্রতি আকৃষ্ট হন বেশী । ফলে অর্থনীতির বেসিক সূত্র না বুঝেই অর্থনীতির মনগড়া পরিসংখ্যান যত্রতত্র ব্যবহার করে অর্থশাস্ত্রের উপর নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলেন। তবে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের অর্থনীতি খান সাহেব ভাল বোঝেন। তাই পুজিবাদী মেয়র অফিস করিডোরে প্রতিদিন তার দেখা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় খান সাহেবের নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের অর্থনীতি ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতির উপর তার সাথে আলোচনায় আগ্রহী নই। আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক যেমন নিউটন, তেমনি আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতির জনক হলেন মার্ক্স। জনকেরা যদি গড হন, তবে মার্ক্স গড, অন্যথায় তিনি সাধারণ মানুষ। আস্তিক ও নাস্তিক মৌলবাদীরা ঐশ্বরিক গডের পক্ষ-বিপক্ষের আলোচনায় মশগুল থাকেন। কিন্তু প্রগতিশীলেরা পৃথিবীর সকল প্রপঞ্চ দেখেন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোন থেকে।

লন্ডন ট্র্যাজেডির ৭২ ঘন্টার মধ্যে বৃটেনে ৭৫টি জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংস ঘটনা ঘটেছে এবং বেশ কিছু মুসলিম অভিবাসী আহত ও বহু মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিবিসি খবরটি সাধারণ সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করেছে, কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। বৃটেনবাসী সাধারণ মুসলিম অভিবাসীরা তাই আতাংকগ্রস্থ। চোর, চোরই বা সন্ত্রসী, সন্ত্রাসীই। এদের কোন জাত বা ধর্ম থাকে না। কিন্তু ৯/১১ এর পর মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থান্বেষী

গোষ্ঠি ব্যবসায়িক স্বার্থে সন্ত্রাসীদের গায়ে ধর্মীয় রং লাগিয়ে দেয়। উক্ত ঘটনায় যুক্ত ১৯ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে ১৫ জন ছিল সৌদী। মার্কিন তল্পীবাহক সৌদী বাদশাহ (মুসলিম মৌলবাদের উৎস) এবং সৌদী আরবের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি আক্রমন করলো না। পৃথিবীর দারিদ্রতম এবং হাজার বছর পশ্চাদপথ সভ্যতায় অবস্থানকারী দেশ আফগানিস্তান, যার কোন নাগরিক ৯/১১ এর সাথে যুক্ত ছিল না, কিন্তু সৌদী বাদশাহর বিপক্ষ ওসমা-বিন-লাদেনকে ধরার জন্য মার্কিন প্রশাসন সেই দেশটা দখল করে নিল। কিন্তু লাদেনকে গ্রেফতার করা গেল না এবং যাবেও না।

কর্পোরেট মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার বদৌলাতে আরব হিরো সাদ্দাম হিটলারের চেয়ে ভয়ঙ্কর ও জঘন্য ডিকটেটরে পরিণত এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে ইরাকে রিজিম চেইঞ্জ হলো। মৌলবাদী লাদেনকে গ্রেফতার করা না গেলেও সেকুলার সাদ্দামকে গ্রেফতার করা সম্ভব হলো। ইরাক আজ ইঙ্গ-মার্কিন দখলে। আফগানিস্থান ও ইরাক আজ ধর্ম রাষ্ট্রে পরিণত।

ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগী ইহুদী পুজির স্বার্থে বিগত ৬০ বছর ধরে প্যালেষ্টাইনে রক্ত ঝরছে। ইঙ্গ-মার্কিন শোষণ ও তাদের তল্পীবাহক রাজা-বাদশাহ, শেখ, সামরিক-বেসামরিক ডিকটেটর ও প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীদের অত্যাচারে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সমূহের সাধারণ মানুষ জর্জরিত। তল্পীবাহকদের স্বার্থে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সমূহে স্বাধীন ভাবে গণতন্ত্র বিকশিত হোতে পারছে না। মার্কিনীরা চায় আফগান ও ইরাকের মত তল্পীবাহক গণতন্ত্র।

সমস্যার গভীরে না গিয়ে প্রবাসী কোন কোন বন্ধু ৯/১১ এর পর বুশ ডকট্রিনের আলোকে মুসলমানদেরকে দায়ী করে ইসলাম ব্যাশিং আরম্ভ করেণ। সংযত কারণে প্রগতিশীলরা ব্যাশিং এর বিপক্ষে দাড়ান। কিন্তু লন্ডন প্রবাসী এক লেখিকা ব্যাশিং এর বিপক্ষে দাড়ানের জন্য প্রগতিশীলতের উপর ক্ষুব্ধ। লন্ডন ট্র্যাজেডির নায়কেরা জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক এবং মার্কিন নাগরিক জীম পার্কম্যানের মেয়ে কেরোলিনেরা স্ব স্ব দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এবং কার্য্য কলাপে ক্ষুব্ধ। লন্ডন ট্র্যাজেডির পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইরাকের যুদ্ধের কারণে বৃটেন সন্ত্রাসী আক্রমনের টার্গেট। অতএব প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম সমস্যার উপসর্গ, সমস্যার মূল উৎস সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং বিভিন্ন দেশে তাদের অনাহুত হস্তক্ষেপ। রোগের উৎস বন্ধ না করে ক্ষত স্থানে মলম লাগালে রোগ যেমন সারে না, তেমনি সমস্যার উৎসের সমাধান না করে উপসর্গ ইসলামকে দায়ী করে সমস্যার সমাধান খোঁজা হলো বোকামী। যতদিন উৎসে সমস্যা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সন্ত্রাসী সহিংসতা থাকবে। অতএব বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী আক্রমন হবে এবং তা তাদের নাগরিকেরাই করবে। কারণ দেশ দু'টি সমস্যা সৃষ্টিকারী।

সেতারা হাশেম ০৭/১৩/০৫